গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৪১.১৯-৩০৪

তারিখঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১১ জুন ২০১৯

বিষয়ঃ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা-এর অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্তকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা-এর ০৫/৫/২০১৯ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর (অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে) ভুয়া নিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম বাতিল হওয়ায় এমপিওভুক্তির আবেদন বাতিল করে উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্তির জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনকারীর আবেদন এর বর্ণনা নিম্নরূপ-

(ক) আবেদনকারী জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসায় উপধ্যক্ষ পদে ০২/৬/২১৩ তারিখের নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০৩/৬/২০১৩ তারিখের যোগদান করেন এবং ১২/০৮/২০১৩ তারিখের এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করে।

(খ) ইতিপূর্বে জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ বিন্দুবাড়ী গাউছুল আলম সিনিয়র মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর আরবী প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। ইনডেক্স নং-৩৪১৭২৭, ব্যাংক হিসাব নং- ৮১৬৭/৫, অগ্রণী ব্যাংক লি:, শ্রীপুর শাখা, গাজীপুর।

(গ) জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ বর্তমান প্রতিষ্ঠানে (গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসায়) উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় মাদ্রাসার সভাপতি উক্ত মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস) এফ এম সাইফুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করে অধ্যক্ষ পদে জনাব মো: আ: খালেক এবং উপাধ্যক্ষ পদে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-৩৩১৭৯২ কে নিয়োগ প্রদান করলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগের কার্যকারিতা বাতিল করে দেয়। বর্তমান পর্যন্ত উক্ত শফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক পদে বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন।

(ঘ) অধ্যক্ষ জনাব মো: আ: খালেক ও উপাধ্যক্ষ জনাব মো: শফিকুল ইসলাম এর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী উপাধ্যক্ষ (জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৩২৬/২০১৫ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাটি বর্তমানের বিচারাধীন রয়েছে মর্মে বিবেচ্যপত্রে উল্লেখ রয়েছে। জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক তাঁর মূলপদ উপধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্তির নির্দেশনা দাবী করে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৬০৬৭/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়।

(ঙ) রিট পিটিশন নং-৬০৬৭/২০১৬ মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় মাউশিঅ কর্তৃক ১২/০১/২১৭ তারিখে ১জি/৭৮৮বি:/ ২০১২/১৬৯ /০৬/বিশেষ সংখ্যক স্মারকমূলে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব মো: আ: খালেক ও উপাধ্যক্ষ জনাব মো: শফিকুল ইসলাম কে জনবল কাঠামো ২০১০ ও নিয়োগ বিধি ১৯৮২ এর বিধি বিধানের আলোকে এমপিওভুক্তির যোগ্য হওয়ায় এমপিওভুক্তির জন্য অন লাইনে আবেদন করার জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে পত্র দেয়া হয়।

(চ) মাউশি অধিদপ্তরের উক্ত স্মারকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২০১৬/২০১৭ মামলা দায়ের করা হয়। মাননীয় আদালত কর্তৃক গত ১০/১/২০১৮ তারিখের আদেশে রিট পিটিশন নং-২০১৬/২০১৭ মামলাটি খারিজ হয়ে যায় মর্মে ডিএমই-এর পত্র থেকে জানা যায়।

(ছ) উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিপিএলএ নং-১১৭/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় মাননীয় আপীল আদালত কর্তৃক গত ১৪/০১/২০১৯ তারিখে শুনানী শেষে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হয়-

"Let the leave petitioner be posted for hearing in the list on 1st July, 2019 and the parties are directed to maintain statuss-quo regarding subject matter of the case till date."

(জ) মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮/৩/১৯ তারিখে ৭৭ সংখ্যক স্মারকমূলের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গাড়ারন খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল খালেক এর এমপিওভুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

(ঝ) বর্ণিতাবস্থায় গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপর এর ভুয়া নিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম বাতিল হওয়ায় এমপিওভুক্তির আবেদন বাতিল করে উপাধ্যক্ষ পদে আবেদনকারী (এ.কে.এম আসাদুল্লাহ) এর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

২। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৮/৩/১৯ তারিখের ৭৭ সংখ্যক পত্রে এ বিষয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

(ক) গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপর এর অধ্যক্ষ, জনাব মো: আব্দুল খালেক এর নিয়োগের বিরুদ্ধে জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক রিট পিটিশন নং-৭৪৪৭/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলার গত ০৭/৬/২০১৬ তারিখের রায় নিম্নরূপ-

চলমান পাতা নং-০২

"We have heard the learned Advocate for the petitioner. Since the petitioner is not interested in prosecuting with the Rule. the Rule is discharged for non prosecution. The interim order of stay granted earlier by this court is hereby recalled and vacated."

(খ) উক্ত রায় ঘোষনার পর মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক ১২/০১/২১৭ তারিখে ১৬৯ /০৬/বিশেষ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে জনাব মো: আব্দুল খালেক ও উপাধ্যক্ষ পদে জনাব মো: শফিকুল ইসলাম-কে এমপিওভুক্তির জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনা মূলক পত্রটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একই ব্যক্তি তথা জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২০১৬/২০১৭ মামলা দায়ের করা হয়।

(গ) মাননীয় আদালত কর্তৃক গত ১০/১/২০১৮ তারিখের আদেশে রিট পিটিশন নং-২০১৬/২০১৭ মামলাটি খারিজ করে নিম্নরুপ আদেশ প্রদান করা হয়-

" In the facts and circumstances of this case we are of the view that the Rule is devoid of any merit and is liable to be discharged. The earlier order of stay granted at the time of issuance of the Rule is hereby recalled and vacate. No order as to costs.

(ঘ) যেহেতু বর্ণিত অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল খালেককে এমপিওভুক্ত করার জন্য ১২/০৪/১৭ তারিখের মাউশি কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল এবং উক্ত নির্দেশনাকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২০১৬/২০১৭ মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং যেহেতু উক্ত রিট পিটিশন মামলাটি ১০/০১/২০১৮ তারিখের আদেশে মাননীয় আদালত কর্তৃক খারিজ করে দেয়া হয়েছে সেহেতু বর্তমানে বর্ণিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল খালেক এর এমপিওভুক্ত হতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে প্রতীয় মান হয়।

৩। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিজি, ডিএমই কর্তৃক উপরিউক্ত মতামত (জনাব মো: আব্দুল খালেকের এমপিওভুক্তি বিষয়ে/প্রদানের সময় সিপিএলএ নং-১১৭/২০১৯ মামলায় গত ১৪/০১/১৯ তারিখে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত Status Quo (জনাব মো: আব্দুল খালেকের নাম এমপিওভুক্তির) আদেশ এর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি মর্মে স্পষ্ট হয়। মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত Status Quo আদেশ বহাল থাকা অবস্থায় জনাব মো: আব্দুল খালেকের নাম এমপিওভুক্ত করার সুযোগ নেই মর্মেও স্পষ্ট হয়।

৪। এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো-

(ক) বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের (গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর) অধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত করার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৪৪৭/২০১৪ এবং ২০১৬/২০১৭ মামলা দুটি আদালত কর্তৃক খারিজ হওয়ায় ডিএমই কর্তৃক জনাব মো: আব্দুল খালেককে এমপিওভুক্ত করার জন্য মতামত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একে এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক মহামান্য আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিপিএলএ নং-১১৭/২০১৯ মামলার মহামান্য আদালত কর্তৃক গত ১৪/০১/১৯ তারিখে Status Quo দেয়া আছে এবং উক্ত সিপিএলএ মামলা এখনও চলমান রয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয় বিধায় এ বিষয়ে মাহোদয় কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা;

(খ) অধিকন্তু যেহেতু ১৭/৯/১৫ তারিখের ১৮৪০ নং স্মারকমূলে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে সেহেতু ডিএমই এর ১৮/০৩/২০১৯ তারিখের ৭৭ নং স্মারকের সুপারিশ মতে অধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুল খালেক এর নাম এমপিওভুক্তির সুযোগ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়না বিধায় এমপিওভুক্তির বিষয়ে মহোদয় কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা। অধিকন্তু নতুনভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) বিবেচ্য আবেদনকারী জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহ কর্তৃক তাঁকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত করার নির্দেশনা দাবী করে রিট পিটিশন নং-৬০৬৭/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়, যা বিচারাধীন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় এ.কে.এম আসাদুল্লাহ -কে উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করাও সমীচিন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয় বিধায় আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

১১/৬/২০

(এ.কে.এম শহীদুল্লাহ)
উপসচিব (অডিট ও আইন)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২ সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩ অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪ যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫ জনাব এ.কে .এম আসাদুল্লাহ, উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গাড়ারন খলিলিয়া (বহুমুখী) ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর।
৬ অফিস কপি/মাস্টার কপি।

D:\Akram Work\Letter-2017-18.docx